কে আসল, কে নকল ?

কর্ণফুলীর রিপোর্ট

বাংলাদেশী অন্যান্য সংগঠনের মত হিন্দু সম্প্রদায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত সংগঠন বি.এস.পি.সি ও ভেঙ্গে দু ভাগ হয়ে গেছে গত এক বছর ধরে। অথচ এখনোব্দি উভয় দলই একই নাম ব্যাবহার করে সিডনীতে বিভিন্ন ধর্মিয় আচার অনুষ্ঠান ও পুজা অর্চনা দিব্যি করে যাচ্ছে। বিভক্ত উভয় পক্ষ একই নাম ও রেজিষ্ট্রেশন ব্যবহারের কারনে সিডনীস্থ বাংলাদেশী হিন্দুরা এখন প্রায়ই ধাঁধায় পড়ে যান। সকলের মনে প্রশ্ন জাগে, কে আসল, কে নকল? কোন অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপন প্রচার হলে আগ্রহী পুজারী বা অংশগ্রহনকারিরা জিজ্ঞেস করে বসে, "এটা কোন বি.এস.পি.সি?" ভেতরের কোন্দলের খবর কিছু জানে এরকম কেউ তখন হয়তবা দ্বিধাগ্রস্থ ব্যক্তিকে বলেন, "এটা অমুকের বি.এস.পি.সি।" অর্থাৎ ব্যক্তিগত নামে এখন সংগঠনের পরিচয় চলছে। বাংলাদেশী বলে কথা, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি বৌদ্ধ, কি খৃষ্ঠান সকলের অভিন্ন চরিত্র। লালবাতি অঞ্চলের গণিকাদের অবস্থা যেমন, টেঁকে টাকা থাকলে ওরা সব দিতে প্রস্তুত। অগভীর-জ্ঞান ও অযোগ্য নেত্রিত্বের কারনে প্রতিটি সংগঠন ভঙ্গুর এবং ঘন-প্রসুতির মত যখন-তখন নেতা জন্ম দিয়ে থাকে। সবার মনে নেতা হওয়ার স্বপ্ন, একজন হিজড়া যেমন ঘর করার স্বপ্ন দেখে।

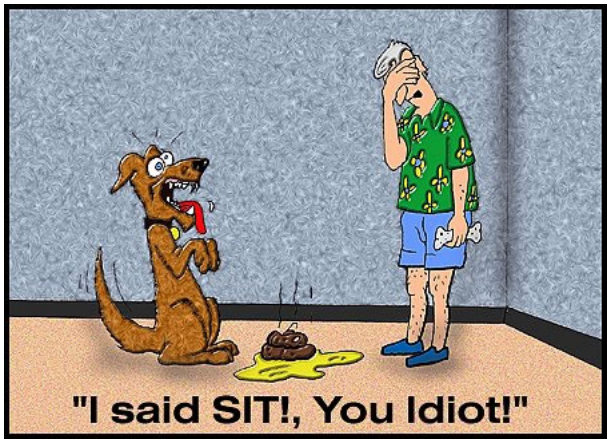

সম্প্রতি সিডনী অলিম্পিক পার্কে অনুষ্ঠিত বৈশাখী মেলাতে দেখা গেছে মাঠের উত্তর প্রান্তে এক বি.এস.পি.সি লুচী ও লাবড়ার দোকান দিয়েছে ঠিক তার বিপরীতে মাঠের দক্ষিন প্রান্তে আরেকটি সংগঠন একই নামে মাইক ফুঁকিয়ে লুচী লাবড়া বিক্রি করছে। দুই দোকান এক নাম, ধাঁধাঁয় পড়ে ডাকে হরির নাম। কে আসল, কে নকল খুঁজে পায়না কেউ।

তবে অনুষ্ঠানের স্থান দিয়ে ইতোমধ্যে অনেকে চিনতে শুরু করেছেন কোন বি.এস.পি.সি কোনটি। একপক্ষ তাদের সকল অনুষ্ঠান উদযাপন করেন গ্রানভীল টাউন হলে এবং অন্যপক্ষ করেন এ্যাশফীল্ড পলিশ ক্লাবে। কিন্তু এখন সেই অবস্থাও আর নেই। কারন গ্রানভীল 'পার্টি' আগামী মাসে তাদের একটি অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছেন এ্যাশফীল্ডের পোলিশ ক্লাবে। "কি জঘন্য ও হীন মন মানসিকতার হলে মানুষ এধরনের প্রতিযোগীতায় নামে? তারা জানে গ্রানভীল টাউন হলে মানুষ জমানো বড় কঠিন, এমনকি অনুষ্ঠান শেষে ফ্রী লুচি-লাবড়া দেয়া হবে লোভ দেখিয়েও সেখানে দুকুড়ি লোক জড় করা যাবেনা আশঙ্কায় তারা এখন স্থান বদল করে আমাদের ডেরায় এসেছে। বস্তুত গ্রানভীল হলের পার্টি এখন চলছে কয়েকজন হিজড়া ও নপুংসের নেত্রিত্বে, তাদের কাপুরুষোচিত পরিকল্পনাতেই এটি হয়েছে।" পলিশ ক্লাব ভিত্তিক পার্টি'র একজন কর্মকর্তা কর্ণফুলীর কাছে আক্ষেপ করে বল্লেন।

বি.এস.পি.সি'র নেত্রিত্ব ও কর্তৃত্ব দাবীদার উভয় অংশের সাথে আলোচনা করে এখনোব্দি কোন আইন সম্মত পরিচিতি তাদের পাওয়া যায়নি। দুপক্ষই নিজেদেরকে আসল বলে দিব্যি দাবী করে যাচ্ছে। কিন্তু কেউই আজ পর্যন্ত জনসমক্ষে [মিডিয়ার মাধ্যমে] কোন সঠিক 'দলিল-দস্তাবেজ' দেখাতে পারেনি। কর্ণফুলীর পক্ষ থেকে গ্রানভীল ভিত্তিক বি.এস.পি.সি'কে বহুবার অনুরোধ করেও অদ্যাব্দি তাদের নাম দাবীর কোন ভিত্তি বা প্রমান পাওয়া যায়নি। তারপরেও অবাঞ্ছিত সন্তানের মত উভয়পক্ষ তাদের কণ্ঠে পিতৃ পরিচয়ের লেবাস ঝুলিয়ে সমাজে নিজেদেরকে বৈধ দেখানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে যাচ্ছে।